যায়যায়দিন
23 JUN 2008

প্রস্তাবিত বাজেট

শিক্ষার উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষায় অগ্রসর একটি জাতির পক্ষেই সম্ভব সব দিক থেকে অগ্রসর হওয়া। বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে- এ দেশে শিক্ষার হার অন্যদেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। শিক্ষার হার কম হওয়ায় এ দেশের মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারছে না, পারছে না ব্যর্থতার শৃঙ্খল ভেঙে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে। তাই দেশের উন্নয়ন চাইলে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হলেও তা গত বছরের চেয়ে কম। শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এবারে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১২ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৬ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৬২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দেখা যায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে প্রস্তাব করা হয়েছিল ১২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ১১ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

নতুন অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারের উচিত হবে নতুন বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেশের শিক্ষার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয়া, যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমলেও উপবৃত্তির আওতা বাড়ানোর পরিকল্পনা যথাযথ হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে বছরে ৫৫ লাখ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ফলে ইতিমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫০ : ৫০-এ উন্নীত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি দেয়ার কারণে ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অতীতের এ সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের সাফল্যের পথকে আরো প্রসারিত করতে উপবৃত্তির আওতা আরো বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন এ বাজেটে। আগামী বছর থেকে ১২১টি উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হবে। এতে শিক্ষাঙ্গনে দরিদ্র ছাত্রদের পড়ালেখার পথ আরো প্রশস্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন বাজেটে বাড়ানো হয়েছে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতা। ৬টি বিভাগের নতুন ১০টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের এ প্রোগ্রামের আওতায় পুষ্টিকর খাবার দেয়া হবে। মঙ্গাপীড়িত ৩টি জেলার ৫ লাখ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার্থীকে এ প্রোগ্রামের আওতায় রাখা হয়েছে। নতুন করে প্রবর্তিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে।

নতুন বাজেটে শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই আশাপ্রদ। আমরা আশা করবো শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ না কমিয়ে গত বারের তুলনায় তা আরো বাড়াতে এবং শিক্ষার উন্নয়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা নেয়ায় সরকার উদ্যোগী হবে। অর্থাভাবে দেশের কোনো মানুষ যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় সেটি নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে- এটাই প্রত্যাশা।